সাবধান ! শরাব এখন হতে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: একদিন আমি আবূ তালহার বাড়িতে লোকজনকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। সে সময় লোকেরা ফাযীখ শরাব ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, যেন সে এ মর্মে ঘোষণা দেয় যে, সাবধান! শরাব এখন হতে হারাম করে দেয়া হয়েছে। আবূ তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সমস্ত শরাব ঢেলে দাও। আমি বাইরে গেলাম এবং সমস্ত শরাব রাস্তায় ঢেলে দিলাম। আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, সে দিন মদীনার অলিগলিতে শরাবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলল, একদল লোক নিহত হয়েছে; অথচ তাদের পেটে শরাব ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হল: ‘‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোন গুনাহ হবে না’’-[সূরা আল-মায়িদাহ : ৯৩]।

[সহীহ] [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার মায়ের স্বামী আবু তালহা (রা.)-এর বাড়িতে মেহমানদের পানীয় পরিবেশন করছিলেন। সে সময় তাদের মদ ছিল ফাদীখ (খেজুর ও কাঁচা খেজুরের মিশ্রণ)। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন : "জেনে রাখো, মদ হারাম করা হয়েছে।" তিনি বলেন, আবু তালহা (রা.) আমাকে বললেন: "বেরিয়ে যাও এবং এগুলো ঢেলে ফেলো।" আমি বেরিয়ে গিয়ে সেগুলো ঢেলে দিলাম এবং মদ মদিনার রাস্তায় প্রবাহিত হতে লাগল। কিছু লোক বলতে লাগল: "কিছু সাহাবী মদ হারাম হওয়ার আগেই মারা গেছেন, অথচ তাদের পেটে মদ ছিল।" তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} ‘‘যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোন গুনাহ হবে না’’ [সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৯৩]। অর্থাৎ : যারা বিশ্বাসী ছিল, তাদের উপর কোনো পাপ নেই যে, তারা মদ আস্বদন করেছিল এবং পান করেছিল তা নিষিদ্ধ করার আগে।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/66034